THOUGHTS : ACADEMIC WRITINGS IN LANGUAGES

Chief Editor
Prof. (Dr.) Debasish Bhowmick

Managing Editor
Dr. Laksman Sarkar

Scanned with OKEN Scanner

"THOUGHTS : ACADEMIC WRITINGS IN LANGUAGES"
By RBC Evening College
Published by Sudarshan Prakashan, Kolkata. Rs. 400/-

ISBN : 978-93-83659-82-1

Published by
Arpita Mandal
Sudarshan Prakashan
7/1C, Radhananth Mallick Lane
Kolkata 700 012
Mobile : 9433194218

Copyright
Rishi Bankim Chandra Evening College, Naihati
North 24 Parganas, West Bengal

First Published : February, 2023

All rights reseved. No part of this book may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission from the copyright holder.

Distributor:
New Pragati Prakashani
68/69 and 1039 Bakshah Bazar
Nilkhetra, Dhaka-1205, Bangladesh
and
Jnan Bichitra
11, Jaganath Bari Raod
Agartala-799001, Tripura, India

Cover: Shekhar Mondal

Printers:
Laksminarayan Press
T/31/K, Biplabi Barin Ghosh Sarani
Kolkata-700 067

Price : Four Hundred Only.

Scanned with OKEN Scanner

CONTENTS

চাঁদ বণিকের পালা ঃ নির্মাণ থেকে বিনির্মাণে—ড. রবীন্দ্রনাথ ঘোষ 7

সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় পেশাকেন্দ্রিক ভাষা গবেষণা ও কৃষক সমাজের ভাষা—ড. এ.টি.এম. সাহাদাতুল্লা 17

ঈশ্বরকথা—ড. কুশল চ্যাটার্জী 33

শ্রীমতী হে'—ড. কুশল চ্যাটার্জী 43

রবীন্দ্রমননে হিন্দমুসলিম-ভাবনা ও সম্প্রীতিবোধ—ড. কুশল চ্যাটার্জী 66

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : ভিন্ন দৃষ্টিকোণের আঙ্গিনায়—অপূর্ব নন্দী 80

শ্রীউদ্ধব গীতার সাংখ্য যোগতত্ত্ব—অভিজিৎ মণ্ডল 89

"ঋগ্বেদের মন্ত্রাংশে দার্শনিক সংহতি ও একত্ব ভাবনা"—অভিজিৎ মণ্ডল 98

বাণভট্টের রচনায় চিত্রিত সমাজজীবন—অভিজিৎ মণ্ডল 112

संजीव की कहानियों में नारी—डॉ. कलावती कुमारी 117

मातादीन चाँद पर कहानी में भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था—डॉ. कलावती कुमारी 128

प्रेमचंद और स्त्री : परंपरा बनाम आधुनिकता—डॉ. कलावती कुमारी 134

फैज अहमद 'फैज' और दुष्यंत कुमार की गजलों में हिंदुस्तान की छवि —डॉ. सुनीति साउ 145

People on the margins in the stories of Bibhutibhushan —Chandranath Adhikari 149

Portrayal of Human Life in the select Poems of Jayanta Mahapatra—Anindya Chakraborty 153

UNDERSTANDING RIGHT TO INFORMATION (RTI) ACT, 2005—Dr. Santosh Kumar Tunga 163

Scanned with OKEN Scanner

শ্রীউদ্ধব গীতার সাংখ্য যোগতত্ত্ব

অভিজিৎ মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইভিনিং কলেজ

ভারতের জাতীয় কাব্য বা সাহিত্য বলতে রামায়ণ ও মহাভারত এই দুটি মহাকাব্যকেই বুঝি। এই গ্রন্থদুটি কেবল মহাকাব্যই নয় সেই সঙ্গে পরম পবিত্র ধর্মগ্রন্থও বটে। গ্রন্থ দুটির মধ্যে রামায়ণের রচয়িতা হলেন আদি কবি বাল্মীকি। তাই এই গ্রন্থটি আদিকাব্য আখ্যা পেয়েছে। মহাভারতের রচয়িতা হলেন ব্যাসদেব এর বিষয় হল কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ কাহিনী। কেবলমাত্র যুদ্ধই এই কাব্যের প্রকৃত বিষয় তা নয়, যুদ্ধকাহিনীর পাশাপাশি মহাভারতে স্থান পেয়েছে নীতিমূলক, তত্ত্বনির্ভর, উপদেশাত্মক প্রভৃতি বহু আখ্যান ও উপাখ্যান। এ প্রসঙ্গে মহাভারতেই উল্লেখ আছে—

> ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
> যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।।(১)

মহাভারতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুবর্গের বিষয় ছাড়াও আরও অন্যান্য বিষয়ও নিবন্ধ হয়েছে। সেই কারণেই বলা হয়েছে "মহত্ত্বাদভারবত্তাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে"।

মহাভারতের বিষয়বস্তুকে মূলত ১৮টি পর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই ১৮টি পর্বের মধ্যে অন্যতম হল ভীষ্ম পর্ব। এই পর্বের বিষয়বস্তু হল-কুরুক্ষেত্র মহাসমবে কৌরব ও পাণ্ডব দুই পক্ষের সম্মুখ সমরে সহবস্থান। উভয়ের মধ্যে ঘোর সংগ্রাম এবং কৌরব সেনাপতি ভীষ্মের ইচ্ছাকৃত শরশয্যায় শয়ন। এই পর্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল "গীতা"। ভীষ্ম পর্বের ২৫ থেকে ৪২ তম অধ্যায় নিয়েই গীতার বিস্তৃতি। এই ১৮টি অধ্যায়ে ৭০০টি শ্লোকের অবস্থান। কুরুক্ষেত্র রনাঙ্গনে কুরু-পাণ্ডবগণ স্বপক্ষীয় রাজন্য ও সৈন্যদের নিয়ে যখন উপস্থিত হয়েছেন তখন অর্জুন সমস্ত প্রতিপক্ষদের দেখার জন্য রনাঙ্গনের মধ্যস্থলে উপস্থিত হলেন কিন্তু আশ্চর্যকর বিষয় হল স্বপক্ষের সকলেই তাঁর আত্মীয়-স্বজন। তাদের উপর তিনি কীভাবে অস্ত্র প্রয়োগ করবেন। এই ভেবে অস্ত্রত্যাগ করে

স্বশরীরে রথের ওপর বসে পড়লেন। এই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে কর্মে প্রবৃত্ত করার জন্য যে সমস্ত সারগর্ভ উপদেশ দিয়েছিলেন তারই সংকলন হল গীতা। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ২৫ থেকে ৪২ তম এই ১৮টি অধ্যায় গীতা নামে পরিচিত হলেও বিষয় বস্তুর বিচারে এটি মহাভারতের সামান্যতম অংশ হলেও এটি একটি পৃথক গ্রন্থ হিসেবেও সমাদৃত হয়ে থাকে। এই অংশটিকে আমরা "ভাগবদ্গীতোপনিষদও বলি। এর আলোচ্য বিষয় হল ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও যোগশাস্ত্র এই পরিচয়ও জেনে থাকি।

ভাগবদ্গীতার অনুকরণে পরবর্তীকালে অনেক অপ্রধান গীতার উদ্ভব হয়েছিল। এই সমস্ত অপ্রধান গীতাগুলি হল-শক্তিগীতা, শিবগীতা, দেবগীতা, উদ্ধবগীতা, কপিল গীতা, নারদগীতা প্রভৃতি। "আমার আলোচ্য বিষয় হল শ্রীউদ্ধবগীতার (মূলত অপ্রধান গীতার) সাংখ্যা-যোগ তত্ত্ব বর্ণনন। এখন উদ্ধবগীতার কীভাবে উৎপত্তি হল আমি সে বিষয়ে আলোকপাত করছি-উদ্ধব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু এবং পরামর্শদাতা। তাঁর পিতা ছিলেন সত্যক। সত্যকের অপর পরিচয় হল তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সারথি সাত্যকির পিতা। উদ্ধব কোনো কোনো সময় শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য কর্মও পালন করতেন বলে জানা যায়। পূর্বেই উদ্ধবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে সম্পর্ক তা আমি তুলে ধরেছি। এখন উদ্ধব গীতার উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি-শ্রীকৃষ্ণের আচরণ হতে তাঁর নরলীলা সংবরনের অভিপ্রায় অনুমান করে উদ্ধব তাকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করলে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে অনাসক্ত ভাবে জীবনযাপন করার উপদেশ দেন এবং তাঁকে বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ভবকে গভীর তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে উদ্ধবের এই কথোপকথনই "উদ্ধবগীতা" নামে পরিচিতি লাভ করে। (শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"যত্রাত্মবিদ্যা হ্যখিলা প্রোক্তা ধর্মবিনিশ্চয়"। সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানুষের অধিকারানুরূপ আচরণের সঙ্গে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য আত্ম তত্ত্বের অনুভবের জন্য অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন কর্মের বিধান এই উদ্ধবগীতায় দেখা যায়। এছাড়াও আসক্তির ত্যাগ, সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন ও আত্মসমর্পনের শিক্ষা এই উদ্ধবগীতায় বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়।)

শ্রীমদ্ভাগবতীতার সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে—"জাতস্য

হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"(২)। অর্থাৎ যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এবং যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং জন্ম হলেই পুনরায় দুঃখের অগ্নি জ্বালায় দগ্ধ হতে হবে। অনাদিকাল থেকে জীব দুঃখের জ্বালায় নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে এবং যাবতীয় দুঃখকে নির্মুল করতে লৌকিক ও বৈদিক নানা রকম কর্ম করতে দিনরাত্রি ব্যস্ত। এই সমস্ত কর্মের মাধ্যমে দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি হলেও সর্বতভাবে দুঃখ নিবারণ দুঃসাধ্য। অথচ সকল জীবের একমাত্র কামনা যে, আমরা যেন সদাসুখে বাস করি, দুঃখ যেন আমাদের কোনো সময়েই না থাকে, দুঃখ নিবারণ করে সুখের প্রাপ্তি সকলেরই একান্ত প্রার্থনা। সুতরাং কর্মের মাধ্যমে দুঃখের যে নিবৃত্তি ঘটে তা ক্ষণস্থায়ী সম্ভব। সর্বতভাবে দুঃখের নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজন "তত্ত্বজ্ঞান" এই তত্ত্বজ্ঞানের জাগরনের মাধ্যমেই জীবের অবিদ্যা দূরীভূত হয়ে বিদ্যা লাভ হয়, অর্জিত বিদ্যার মাধ্যমে জীব দুঃখ নিবৃত্তি করতে সক্ষম হয়। আর তত্ত্বজ্ঞানের উদয় একমাত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলেই সম্ভব, আর শাস্ত্রের অর্থ বিচার না করে শাস্ত্রীয় তত্ত্বকে কোনভাবে সম্যক রূপে জানা যায় না। সেই কারণে গভীর তত্ত্ব জ্ঞানের প্রতিপাদক সাংখ্য শাস্ত্রের জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। উদ্ধবগীতায় শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে চতুরবর্ণ, চতুরাশ্রম পালন প্রভৃতির জ্ঞান প্রদান করার পর চতুর্বিংশ অধ্যায়ের সূচনাতেই বলেছেন সাংখ্য শাস্ত্রের বিষয় ব্যাখ্যা করবেন—

অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি সাংখ্যং পূর্বৈবিনিশ্চিতম
যদিজ্ঞায় পুমানসদ্যো জহ্যাৎ বৈকল্পিকং ভ্রমম।(৩)

সাংখ্য শাস্ত্র জানলে মানুষের ভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হয় এর ফলস্বরূপ মানুষ সুখ-দুঃখের বন্ধনরূপ ভ্রম বা ভ্রান্তি থেকে শান্তির পথ খুজে পায়। দুঃখ কী এবং দুঃখ থেকে নিবৃত্তির উপায়ই বা কী? এই একই তত্ত্বের সন্ধানের প্রসঙ্গ আমরা ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত সাংখ্য কারিকা গ্রন্থে দেখতে পাই। দুঃখের স্বরূপ উৎঘাটনের জন্য সাংখ্য শাস্ত্র বিষয়ে জিজ্ঞাসার বিচার আলোচনায় দুঃখের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন—

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাঽপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোভাবাৎ।।(৪)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবগীতায় শ্রীউদ্ধবকে বলেছেন আত্মা মূলত দ্বিবিধ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মা একাধিক হলেও পরমাত্মামূলত এক এবং অদ্বিতীয়। এ প্রসঙ্গে

Scanned with OKEN Scanner

শ্রুতিতে পাই—"একমেব অদ্বিতীয়ম। এই পরমাত্মার মায়ার প্রভাবেই সুখ দুঃখরূপ দ্বিবিধ ভ্রমের উৎপত্তি হয়। পরে আবার সেই ভ্রম পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায়। আর এই রকম বিচারের প্রভাবেই মায়াময় ভ্রমের নিবৃত্তি হয়। এই তত্ত্ব বোঝাবার জন্যই সাংখ্য শাস্ত্রের জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। পরামাত্মার প্রভাবে যে মায়া উৎপন্ন হয় তা মূলত প্রকৃতি ও পুরুষের দ্বৈত ভ্রম।

উদ্ধবগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যুগারম্ভের পূর্বে দৃশ্য ও দ্রষ্টা উভয়ের মধ্যে ভেদরহিত হয়ে একই ব্রহ্মে লীন ছিল (এখানে দৃশ্য শব্দের অর্থ হল দৃশ্যমান জগৎ এবং দ্রষ্টা শব্দের অর্থ হল জীব) পরবর্তীকালে অদ্বিতীয়, ভেদরহিত, সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম মায়ার বিলাস রূপে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। ব্রহ্মের সেই বিবিধ অংশ থেকেই যথাক্রমে কার্য্যরূপা প্রকৃতি এবং দ্রষ্টা বা পুরুষ সৃষ্টি হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণা বসত প্রকৃতির মধ্যে চাঞ্চল্য উৎপন্ন হয় এবং প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজ, ও তম এই তিন গুণের উৎপন্ন হয়েছিল। এই তিনগুণ থেকেই ক্রমে ক্রিয়াশক্তিমান সূত্র এবং সূত্র থেকে জ্ঞান শক্তিমান মহৎ তত্ত্বের উৎপত্তি হয় এই মহৎ থেকে বিকার প্রাপ্ত হয়ে অহঙ্কার অবশেষে অহঙ্কার থেকেই জীবের মোহ উৎপন্ন হয়।

সাংখ্যা কারিকায় বলা হয়েছে প্রকৃতি স্বতন্ত্র রূপে যাবতীয় কার্যকে সুষ্ঠভাবে উৎপাদন করে। প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ প্রকৃতি অন্য কোনো থেকে উৎপন্ন হয় না। সুতরাং প্রকৃতি কারও কার্য বা বিকৃতি নয়। এই কারণেই ঈশ্বরকৃষ্ণ সকল পদার্থের উৎপাদক এই প্রকৃতিকে বলেছেন—"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতি"।

আচার্য সদানন্দ যোগীন্দ্রের বেদান্তসার গ্রন্থে সূক্ষ্ম শরীরের অবয়বের বর্ণনায় পাওয়া যায়।

অহঙ্কার মূলত বুদ্ধি ও মন নামক অন্তকরণবৃত্তির অন্তর্গত। বুদ্ধিনামক অন্তকরণের অন্তর্গত হল চিত্ত এবং মন নামক অন্তকরণ বৃত্তির অন্তর্গত হল অহঙ্কার। যথাক্রমে অনুসন্ধানস্বরূপ অন্তকরণের নাম হল চিত্ত এবং অভিমানস্বরূপ অন্তকরণের নাম হল অহঙ্কার। অভিমান অর্থাৎ আমি কর্তা। আমি ভোক্তা ইত্যাদি ভাব। মন ও বুদ্ধি এই দুটি অন্তকরণ(প্রক্ষান্তরে চিত্ত ও অহঙ্কার) যথাক্রমে আকাশাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের মিলিত সাত্ত্বিক অংশ থেকে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ সত্ত্বগুণের অংশ থেকে উৎপন্ন হওয়ায় এরা প্রকাশধর্মী। সাংখ্য কারিকায় ঈশ্বর কৃষ্ণও সত্ত্বগুণের লক্ষন প্রসঙ্গে বলেছেন—"সত্ত্বলঘুপ্রকাশকম্। অর্থাৎ

Scanned with OKEN Scanner

সত্ত্বগুণের লক্ষন হল লঘু ও প্রকাশময়। শ্রীউদ্ধবগীতায় শ্রীহরি অহঙ্কারের স্বরূপ ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে বলেছেন-

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেতাহং ত্রিবৃৎ।
তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং কারনং চিদচিন্ময়ঃ।।(৫)

অর্থাৎ অহঙ্কারহ মূলত সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার। এই অহঙ্কার থেকে পঞ্চতন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তির কারণ। দশটি ইন্দ্রিয় বলতে যথাক্রমে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) এবং পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের কথা বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ।

ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্যকারিকায় তম গুণের লক্ষণ বলা হয়েছে—"গুরু বরনকমেব তমঃ" অর্থাৎ তম গুণের বৈশিষ্ট্য হল আবরণ বা আচ্ছাদন। যা শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় তামসিক, অহঙ্কার। অর্থাৎ শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রের কারণ তামসিক অহঙ্কার থেকে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়েছিল। এছাড়াও রাজসিক অহঙ্কার থেকে উৎপন্ন হয়েছে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়। এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কারের থেকে উৎপন্ন হয়েছে একাদশ দেবতা ও মনের উদ্ধবগীতায় ব্রহ্মার উৎপত্তি প্রসঙ্গে শ্রীহরি বলেছেন-তার দ্বারা প্রেরিত তত্ত্বসমূহ যথাযথ কাজ করতে সক্ষম হলে অন্তর্যামী বিরাট পুরুষ এক ব্রহ্মাণ্ডকে উৎপন্ন করেছিলেন। সেই ব্রহ্মাণ্ড জলে নিমজ্জিত ছিল। পূর্ণজল বিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ড জলে শ্রীহরি নারায়ণ রূপে অবস্থান করেছিলেন তাঁর নাভি থেকেই বিশ্বসৃষ্টির কারণ পদ্মের উৎপন্ন হয়েছিল এবং উৎপন্ন পদ্মের মধ্যে ব্রহ্মা প্রকট হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের হিরণ্যগর্ভ সূক্তে বলা হয়েছে বিশাল জলরাশি যখন সমগ্র ভূবনকে পরিব্যাপ্ত করেছিল তখন ব্রহ্মা হিরন্ময় অন্ডের মধ্যে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন তারপর সেখান থেকেই সমগ্র দেবতা ও ভূবন উৎপন্ন হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উদ্ধবগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

সোসৃজৎ তপসা যুক্তো রজসা মদনুগ্রহাৎ।
লোকানসপালানবিশ্বাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ত্রিধা।।(৬)

অর্থাৎ রজগুন প্রধান বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা তাঁরই নির্দেশে তপস্যার মাধ্যমে লোকপালগণকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূ, ভুবঃ এবং স্বঃ এই তিন লোকের সৃষ্টি করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন "ভূলোক" অর্থাৎ পৃথিবী লোক এবং ভূলোকের নিম্নাংশ অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল এই

সপ্ততলকে বোঝায়। এবং স্বঃ অর্থাৎ স্বর্গ লোকের সহিত সত্য, জনঃ, মহ ও তপঃ এই চারটি লোক বা সপ্তলোককে বুঝতে হবে। এক কথায় চতুর্দশ ভুবন (ব্রহ্মাণ্ড) সৃষ্টি হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সদানন্দের বেদান্তসার গ্রন্থে বলা হয়েছে—

"এতেভ্যঃ পঞ্চীকৃতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ ভূর্ভুবঃ স্বর্মহজনস্তপঃ সত্যমিতেতন্নামকানামুপর্য্যপরি বিদ্যামানানামঅতল-বিতল-সুতল-রসাতল-মহাতল-পাতাল-নামকানামধোহধো বিদ্যামানানাং লোকানাং ব্রহ্মাণ্ডস্য তদন্তর্গত-চতুবিধ-স্থূল- শরীরাণামন্ন-পানাদীনাঞ্চোৎপত্তির্ভবতি'।।(৭)

অর্থাৎ এইভাবে স্থূল(পঞ্চীকৃত)পঞ্চভূত থেকে যথাক্রমে একটি উপরে অপরটি বিদ্যামন ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য নামক সাতটি লোকের এবং যথাক্রমে একটির নিচে অপটি বিদ্যামন এই ক্রমে অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল, ও পাতাল নামক সাতটি লোক নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড গঠিত হয়েছিল। এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই চার প্রকার স্থূল শরীর বা জীবের সুখ ও দুঃখ ভোগের আশ্রয় স্বরূপ ও তাদের উপযোগী অন্ন পানীয়ের সৃষ্টি হয়। অতপর শ্রীকৃষ্ণ জীব সকলের বাসস্থান সমূহ নির্ণয় করেছেন-তাঁর মতে স্বর্গ লোক হল দেবগনের বাসস্থান, মনুষ্যদি প্রাণীর বাসস্থান হল পৃথিবী, সিদ্ধগণের বাসস্থান হল মহর্লোকি এবং ভূতগনের বাসস্থান হল অন্তরীক্ষ। ব্রহ্মা অতল প্রভৃতি স্থানে অসুর ও নাগগনের বাসস্থান ঠিক করেছিলেন। এছাড়া ত্রিগুণের প্রভাব থাকার কারণে মনুষ্য, অসুর ও দেবতা প্রভৃতির সকল কর্মের ফল তিন লোকেই পাওয়া যায়।

সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে যোগ দর্শনের কিছু কিছু অংশে মিল রয়েছে সাংখ্যের মতো যোগ দর্শনেও আত্মা, দেহ, মন, বুদ্ধি বা জড় জগতের যেকোনো বস্তু থেকে পৃথক তা স্বীকার করেছেন। যোগদর্শনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল যোগাভ্যাস। মুক্তির কারণ হল বিবেক জ্ঞানকে জাগ্রত করা। আর বিবেক জ্ঞান জাগ্রত করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হল যোগভ্যাস—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"। চিওবৃত্তির পাঁচটি স্তর আছে-ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ। এই পাঁচটিকে চিওভূমি বলা হয়। কেবলমাত্র একাগ্র ও নিরুদ্ধ ভূমিতেই যোগ সম্ভব। এই যোগের মাধ্যমেই বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, বিবেক জ্ঞানই যোগদর্শনে মোক্ষলাভের উপায় বলে স্বীকৃত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব গীতাতেও যোগের

Scanned with OKEN Scanner

কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে যোগের মাধ্যমেই মহ, জনঃ, তপঃ অথবা সত্যলোক প্রাপ্তি সম্ভব—

"যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োহমলাঃ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ"(৮)

তাঁর যোগ, তপস্যা ও সন্ন্যাসের দ্বারা বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং বিবেক জ্ঞানই ভক্তির উৎপাদন করে, এই ভক্তিযোগের দ্বারা সাধক আমার স্থান অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হন। যোগদর্শন মতে দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বা জড় জগতের যেকোনো বস্তুই আত্মা ভিন্ন। এই আত্মা হল বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। নিত্য, স্বপ্রকাশ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় এবং অপরিনামী। ঈশ্বরই একমাত্র ধ্যেয় ও জ্ঞেয়। তিনিই পরমপুরুষ, পুরুষ ও প্রকৃতির সহযোগে সৃষ্টির উদ্ভব হয় আবার উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা ধ্বংসের সূত্রপাত ঘটায়। জীবের কর্মফল অনুসারেই ঈশ্বর প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে সম্বন্ধ ঘটিয়ে সৃষ্টি সম্পন্ন করেন। আবার তিনি উভয়ের মধ্যে বিয়োগ সৃষ্টি করে নাশের সূচনা করেন। যোগমতে আত্মাকে দেহ, মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি থেকে পৃথক মনে করলে বিবেক জ্ঞানের উদয় হয়। উদ্ধবগীতায় শ্রীহরিও বলেছেন ঈশ্বর লাভ ব্যতীত আর সকল প্রকার সৃষ্টি চিরকাল অস্থায়ী। আমি অর্থাৎ পরমেশ্বর জীবের কর্মসমূহের ফলদাতা। আমার অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই জগতের সকল প্রাণী তিনগুণের প্রবাহ রূপ এই সংসারে কখনও উর্ধগতি অর্থাৎ সত্যলোক প্রাপ্ত হয় আবার কখনও বা স্থাবর জন্ম পর্যন্ত নিম্নলোক প্রাপ্ত হয়-

ময়া কালাত্মনা ধাত্রা কর্মযুক্তমিদং জগৎ।
গুণপ্রবাহ এতস্মিনুন্মজ্জতি নিমজ্জতি।।(৯)

তাঁর মতে এই জাগতিক সমস্ত অনু বৃহৎ, স্থূল-কৃশ প্রভৃতি ধর্মযুক্ত বিদ্যমান যাবতীয় পদার্থই ঈশ্বরের ইচ্ছায় পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হেতু উপন্ন। সৃষ্টি বর্ণনার প্রধান উদ্দেশ্যই হল আত্মার প্রতিপাদন। এইভাবে আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদনের পর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন আত্মার বা পরম পুরুষের ইচ্ছানুযায়ী প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের ফলে যেমন সৃষ্টি হয়, বিয়োগের প্রভাবে বিনাশ হয়ে পুনরায় চক্রাকারে আত্মাতেই লীন হয়ে যায়। যতকাল ঈশ্বরের ইচ্ছা ততকাল জগতের বিনাশ যতদিন না হয় ততদিন পর্যন্ত জীবের কর্মফল ভোগের জন্য পিতৃ-পুত্রাদিক্রমে সীমাহীন সৃষ্টি অবিরাম গতিতে চলতে থাকে। ব্রহ্মাই একমাত্র

সত্য। সৃষ্টির পূর্বে তিনিই ছিলেন, মধ্য অবস্থাতেও তিনিই ছিলেন এবং সৃষ্টির অন্তে তিনিই থাকবেন। কাজেই যে ক্রমে পরমাত্মার ইচ্ছানুযায়ী সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণের সাম্যাবস্থা বসত প্রকৃতি ও পুরুষের একত্রিত অবস্থানের ফলে এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুপ্রেরণার ফলে প্রকৃতির চাঞ্চল্য অবস্থা প্রাপ্তির মাধ্যমে ত্রিগুণের প্রকাশ হয়েছিল এবং তিন গুণ থেকেই ক্রমে ত্রিয়াশক্তিমান সূত্র এবং সেখান থেকে জ্ঞানশক্তিমান মহৎ, মহৎ থেকে বিকার প্রাপ্ত হয়ে অহঙ্কার, অবশেষে অহঙ্কার থেকেই জীবের উৎপত্তি ঘটেছিল। একই ক্রমে শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির ফলে জীবদেহ অন্নে লীন হয়, অন্নসমূহ তার বীজে লীন হয়, বীজসকল পুনরায় ভূমিতে মিশে যায়। প্রখর সূর্যের তাপে ভূমি গন্ধতন্মাত্রায় লীন হয়। এরপর গন্ধজলে, জল রসে, রস আবার তেজে, তেজ রূপে লীন হয়; রূপ বায়ুতে লীন হয়; বায়ু স্পর্শে লীন হয়; স্পর্শ আকাশে লীন হয়, আকাশ শব্দে লীন হয়ে যায়, শব্দ পর্যন্ত তামস অহঙ্কারের কার্য, এরপর ইন্দ্রিয় সকল রাজসিক অহংকারে লীন হয়ে যায়। মন আবার সাত্ত্বিক অহঙ্কারে লীন হয়ে যায়। এইভাবে সকল ভ্রম বা মোহের উৎপাদক ত্রিবিধ অহঙ্কার মহতত্ত্বে লীন হয়ে যায়। জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তি সম্পন্ন বলে মহৎ গুণ ত্রয়ে লীন হয়। গুণসকল প্রকৃতিতে লীন হয় অর্থাৎ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি কালে লয় পায়। কাল আবার মায়ার প্রবর্তক পুরুষে লয় পায়। পুরুষ মূলত জন্মরহিত পরমাত্মা বা "আমাতে" লীন হয়ে যায়। বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণরূপ নিরুপাধি আত্মা নিজরূপেই অবস্থান করে। এ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভবগবৎ গীতায় বলা হয়েছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূবঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ংপুরানো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।(১০)

বিষয়কামী ব্যক্তি কখনই দুঃখের নিবৃত্তি ঘটাতে পারে না। যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে জড় বিষয়ের প্রতি নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমত্ববোধ রহিত হয়ে বিচরণ করেন তিনিই দুঃখের বন্ধন কাটিয়ে চিরশান্তি লাভ করেন।

উদ্ধৃতি সূত্র

১। মহাভারত
২। শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা- ২/২৭

Scanned with OKEN Scanner

৩। শ্রীউদ্ধবগীতা-২৪/১
৪। সাংখ্যকারিকা-১
৫। শ্রীউদ্ধবগীতা-২৪/৭
৬। শ্রীউদ্ধবগীতা-২৪/১১
৭। বেদান্তসার-৫০
৮। শ্রীউদ্ধবগীতা-২৪/১৪
৯। শ্রীউদ্ধবগীতা-২৪/১৫
১০। শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা-২/২০

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। গোস্বামী নারায়ণচন্দ্র- সাংখ্যতত্ত্ব,কৌমুদী- সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, ১৪১৮
২। পাল বিপদ ভঞ্জন- বেদান্তসার- সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার কলকাতা, ১৪১৭।
৩। প্রভুপাদ স্বামী- শ্রীমদ্ভাগবদগীতা যথাযথ, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাষ্ট, নদীয়া-২০০৯
৪। বন্দ্যোপাধ্যায় ধীরেন্দ্রনাথ- সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক, কলকাতা, ২০১২।
৫। বেদান্তানন্দ স্বামী- শ্রীউদ্ধবগীতা, উদ্বোধন কার্য্যালয়, কলকাতা, ১৯৯০
৬। সরকার সুধীরচন্দ্র- পৌরাণিক অভিধান- কলকাতা, ১৪১৮